EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সহায়তার ওপর গুরুত্ব দিতে এলাকাটি পরিদর্শন করলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি

ঢাকা, ২৪শে জুন -- যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি আজ বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলা পরিদর্শন করেন। ঘূর্ণিঝড় সিডর-ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এটিই তার প্রথম সফর। সেখানে চলমান পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত যেসব বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে সেগুলো তিনি প্রত্যক্ষ করেন। রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি ওই সকল এলাকার বাসিন্দা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করেন এবং ঘূর্ণিঝড় সিডর পরবর্তী সময়ে একটি অধিকতর ঘূর্ণিঝড়-প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশ পুনর্নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অঙ্গীকার বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেন। ঘূর্ণিঝড় সিডর-ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মা ও শিশুদের জন্য পুষ্টির যোগান নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনালকে এক লাখ ডলারের একটি নতুন অনুদানের কথাও ঘোষণা দেন।

রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সাথে দেখা করেন এবং তাদের বর্তমান জীবন যাপন পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন। যে সকল লোকজন ঘূর্ণিঝড়ে তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছেন তাদের সাথে এক আলোচনায় তিনি তাদের নিজেদের জমিতে ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কিভাবে সহায়তা করার পরিকল্পনা করেছে তা ব্যাখ্যা করেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার দেশটির আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা 'ইউএসএআইডি'-র মাধ্যমে শরণখোলায় ৮২৫টি ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণে সহায়তা দিচ্ছে। এই বাড়িগুলোর প্রতিটিতে একটি স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা থাকবে। ঘন্টায় ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাতাস প্রতিরোধ করতে পারে এমনভাবে বাড়িগুলোর নকশা করা হয়েছে।

এরপর রাষ্ট্রদূত সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে কর্মসংস্থান প্রদানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নেয়া একটি সড়ক সংস্কার প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি মহিলা সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলেন এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাদের প্রশংসা করেন। এই সড়ক সংস্কার প্রকল্পটি 'কাজের বিনিময়ে অর্থ' কর্মসূচীর একটি অংশ যেখানে দিনে ৬ ঘন্টা কাজ করার জন্য শ্রমিকরা ২ ডলার সমান অর্থ মজুরি পেয়ে থাকে। সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত আনুমানিক ৪২ হাজার মানুষ এই কর্মসূচী থেকে লাভবান হচ্ছেন। অর্থ প্রদান করা ছাড়াও কাজের বিনিময়ে অর্থ কর্মসূচীর ফলে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর উন্নতি হচ্ছে যা ভবিষ্যতে অধিকতর অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনবে।

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে শরণখোলা এলাকায় বাস্তবায়িত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি। তিনি শরণখোলার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথেও দেখা করেন। এসব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের "প্রভাব বিস্তারকারী নেতৃবৃন্দ" কর্মসূচীর মাধ্যমে আধুনিক উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। সমাজে বিশেষ অবদান রাখার জন্য রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি তাদের প্রশংসা করেন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাদের সম্পৃক্ততার গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি স্থানীয় সম্প্রদায়কে দেয়া বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রত্যক্ষ করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত সূর্যের হাসি ক্লিনিকও পরিদর্শন করেন।

রূপান্তরের লোক গান উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তার এই সফর শেষ হয়। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাগুলোর বিষয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হচ্ছে এই লোক গান। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদানের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশকে যে সকল ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে থাকে তার মধ্যে রয়েছে অবাধ, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন এবং একটি অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; একটি অধিকতর শিক্ষিত, সুস্থতর ও অধিকতর উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা; এবং ন্যায্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নত খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ প্রশমনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধাদি বৃদ্ধিতে অর্থায়ন করা। যুক্তরাষ্ট্র গত ১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে পাঁচশো কোটি ডলারেরও বেশী সাহায্য প্রদান করেছে।

==========

জিআর/ ২০০৮

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov *এবং ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *) যোগাযোগ করুন।*